বিভিন্ন প্রকার জরিপ :-

রনাল জরিপ:-

ইংরেজগণ ১৭৭৪ সনে প্রখ্যাত ভূগোলবিদ জেমস্ রনালকে উপমহাদেশের সার্ভেয়ার জেনারেল নিয়োগ করে উপমহাদেশের ভূমি জরিপের দায়িত্ব দেন । জেমস্ র‍্যনালকে ভারতীয় জরিপের পিতৃপুরুষ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। তিনি ১৭৮০ সনে Plan of the environs of the city of Dhaka প্রণয়ন করেন। অতঃপর বাংলা ও বিহারের ৮টি বিভাগের অনেক গুলো গুরুত্বপূর্ণ স্থানের Index Map তৈরি করেন।

ত্রিগনোমেট্রিক্যাল জরিপ:

১৮০২ সনে মিঃ উইলিয়াম ল্যাম্বটন এর নেতৃত্বে সমগ্র ভারতে ত্রিগনোমেট্রিক্যাল জরিপ শুরু হয়। ভবিষ্যতে সমগ্র ভারতে যাতে সঠিক ও নির্ভুল নক্সা প্রস্তত করা যায় সে লক্ষ্যে বিভিন্ন এলাকায় জি,টি, পিলার স্থাপনই এ জরিপের উদ্দেশ্য ছিল। সরেজমিনে সঠিক ত্রিভুজ অংকন করে ত্রিভুজের বাহু ব্যবহার দ্বারা একাধিক ত্রিভুজ অংকন ও প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে উক্ত জি,টি, পিলার স্থাপিত হয়েছিল বলে এ জরিপকে ত্রিগনোমেট্রিক্যাল জরিপ বলে।

থাকবাস্ত জরিপ:-

জমিদার সীমানা সংক্রান্ত বিরোধ মীমাংসার জন্য জমিদাররা ১৮৪৬ সাল পর্যন্ত থাকবাস্ত জরিপ নামক জরিপ কার্য পরিচালনা করেন।এর মাধ্যমে জমিদারী এলাকার সীমা নির্ধারণ করা হয়। এ জরিপে ভূ-সম্পত্তি ও গ্রামগুলোর সীমানা পৃথক করনের মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয়।

এ জরিপের উপর ভিত্তি করেই রাজস্ব জরিপ বা রেভিনিউ সার্ভে পরিচালনা করা হয়।

রাজস্ব জরিপ:-

থাকবাস্ত জরিপে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে জমিদারী এলাকার আয়তন নির্ণয়ের জন্য ১৮৪৭ সাল থেকে ১৮৭৮ সাল পর্যন্ত এ জরিপ পরিচালনা করা হয়। এ জরিপকে প্রথম বৈজ্ঞানিক জরিপ বলা হয়। কারণ এ জরিপ দক্ষ আমিনগণ দ্বারা পরিচালিত হয়। এ জরিপের মাধ্যমে সীমাবদ্ধ জমিদারী এলাকার বাইরের ভূমিকে খাস ভূমি হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং তা কালেক্টরের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। এ জরিপে প্রশাসনের প্রয়োজনীয় তথ্য প্রস্তত করা হয়।কর্নেল মিঃ স্মিত এর অধীনে এ জরিপ পরিচালিত হয়।

খসড়া জরিপ:-

থাকবাস্ত জরিপ ও রাজস্ব জরিপ পরিচালনাকালে যেসব ভূমি অস্থায়ীভাবে বন্দোবস্ত করা হত সেগুলোর জন্য খসড়া জরিপের প্রচলন ছিল। একই সাথে যেসব এলাকায় স্থায়ীভাবে বন্দোবস্তকৃত ভূমিতে স্বত্ব নিয়ে বিরোধ বিদ্যমান ছিল এবং থাকবাস্ত জরিপের নক্সা যেখানে ছিলনা সেসব এলাকায় খসড়া জরিপ পরিচালিত হত ।

কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে থাকবাস্ত জরিপ বা রাজস্ব জরিপের অংশ ছাড়াও কখনও পৃথকভাবে এ জরিপ পরিচালিত হত। খসড়া জরিপের ১৬´= ১ মাইল স্কেলে তৈরি হত। জরিপ কর্মীগণ ফিল্ডবুক ব্যবহার করতেন। ফিল্ডবুকে

বিভিন্ন তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করতেন। যেমন-তৌজি নম্বর, মালিকের নাম, দখলকারী রায়তের নাম, দৈর্ঘ্য প্রস্থ, ক্ষেত্রফল, মাটির বর্ণনা, উৎপাদিত ফসলের বর্ণনা ইত্যাদি।

ক্যাডাষ্ট্রাল জরিপ:-

১৮৭৫ সনে ব্রিটিশ সরকার সার্ভে আইন পাশ করেন। কিন্ত সত্ব নির্ধারণের এ আইন যথেষ্ট না হওয়ায় ১৮৮৫ সনে সর্ব প্রথম বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন পাশ করা হয়। ১৮৮৮ সনে ভূমি রেকর্ড দপ্তর সৃষ্টি করা হয় এবং কলিকাতার আলিপুরে এর সদর দপ্তর স্থাপন করা হয়। ১৮৮৮ সনেই ভূমি রেকর্ড দপ্তর সার্ভে অব ইন্ডিয়ার সহায়তায় কক্সবাজার জেলার রামু থানায় কিস্তোয়ার জরিপ ও খতিয়ান প্রণয়নের কাজ আরম্ভ হয়। ইহা ১৮৯০ সনে অত্যন্ত সফলভাবে সমাপ্ত হয়। ইহাই ক্যাডাষ্ট্রাল জরিপ। এ সফলতা ও অভিজ্ঞতার আলোকে চট্টগ্রাম জেলায় ১৮৯০ সনে ক্যাডাষ্ট্রাল সার্ভে (সি,এস) জরিপ শুরু হয় এবং ১৮৯৮ সনে সফলতার সঙ্গে সমাপ্ত হয়। এর পর সমগ্র পূর্ববাংলায় সি,এস জরিপ পরিচালিত হয় এবং ১৯৪০ সনে দিনাজপুর জেলার জরিপের মধ্য দিয়ে শেষ হয়। উল্লেখ্য যে বৃহত্তর চট্টগ্রাম ও সিলেট জেলা তখন আসাম প্রদেশের অন্ত:ভুক্ত থাকায় এ অঞ্চলে সি,এস জরিপ পরিচালিত হয়নি।

এস এ পূর্ব সংশোধনী জরিপ:-

দীর্ঘ ৫০ বছর ধরে সি এস জরিপ চলে। এ সময়ের মধ্যে যে সকল এলাকায় প্রথম জরিপ হয়েছে; সেসকল ভূমির প্রকৃতি ও মালিকানার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। ফলে নতুন জরিপের প্রয়োজন অনুভূত হয়। এ অনুভূতি থেকেই ১৯৪০ সনে বৃহত্তর ফরিদপুর ও বাকেরগঞ্জ জেলায় নতুন করে সংশোধনী জরিপ শুরু হয়। ইহাকে ইংরেজি Revisional Survey এর সংক্ষিপ্ত নাম R.S জরিপ বলা হয়। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ সন পর্যন্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হওয়ায় এ জরিপ কিছুদিন বন্ধ ছিল। ১৯৪৫ সনে ফরিদপুর জেলা এবং ১৯৫২ সনে বাকেরগঞ্জ জেলার সংশোধনী জরিপ শেষ হয় এবং খতিয়ান চূড়ান্ত প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে জমিদারী হুকুম দখল ও প্রজাস্বত্ব আইন পাশ হওয়ায় আর কোন জেলায় সংশোধনী জরিপ পরিচালিত হয়নি।

এস,এ জরিপ:-

দেশ বিভাগের পর জমিদারী হুকুম দখল ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০ সনের ১৬ ফেব্রুয়ারি পূর্ব বাংলার পার্লামেন্টে পাশ হয় এবং গভর্নর জেনারেলের সম্মতি লাভের পর ১৯৫১ সনের ১৬ মে তারিখ ঢাকা গেজেটে প্রকাশিত হয়। এ আইনের মাধ্যমে জমিদারদের অধিভুক্ত সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণ করে ক্ষতিপূরণ প্রদানের মাধ্যমে জমিদারী এস্টেটগুলো অধিগ্রহণ করা হয় এবং প্রজার নামে খতিয়ান প্রণয়ন করে প্রজাস্বত্ব বলবত করা হয়। এ অপারেশনকেই এস এ জরিপ বলে।

এস,এ জরিপ ১৯৫৬ সনের ১৪ এপ্রিল শুরু হয় এবং ১৯৬৩ সনে শেষ হয়। এস এ জরিপের খতিয়ান ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত হয়নি এবং ইহা কোন মাঠ পর্যায়ের সরেজমিন জরিপ ছিল না। জেলা প্রশাসনের কর্মচারীগণ জমিদারদের কাচারিতে বসে পত্তন রেজিস্টার দেখে এস,এ খতিয়ান প্রণয়ন করেন। এজন্য১৯৬৬ সনে পুনরায় সারাদেশে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক সংশোধনী জরিপ শুরু হয়; যা এখনও চলমান।

এস,এ পরবর্তী সংশোধনী জরিপ:-

এস,এ জরিপ মাঠ পর্যায়ের সরেজমিন জরিপ ছিল না। এ জরিপের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল জমিদারী এস্টেটগুলোকে অধিগ্রহণ করা এবং দখলদার ভূমি মালিকদের সরাসরি সরকারের অধীনে নিয়ে আসা। জমিদারদের কাছারিতে বসে পত্তন রেজিস্টার দেখে জেলা প্রশাসনের কর্মচারীগণ প্রজার নামে খতিয়ান খোলে। কাজেই এর বিশুদ্ধতা ছিল প্রশ্নবিদ্ধ। তাই এস এ জরিপের পর পরই আর একটি সংশোধনী জরিপ শুরু কর হয়। ১৯৬৫-৬৬ সালে রাজশাহী জেলায় সংশোধনী জরিপ শুরু হয়। পরবর্তীতে বৃহত্তর ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুষ্টিয়া, পাবনা ও ময়মনসিংহ জেলায় এ জরিপ পরিচালিত হয়। বৃহত্তর খুলনা, বরিশাল, ফরিদপুর, নোয়াখালী ও কুমিল্লা জেলায় এ জরিপ এখনও চলমান।

দিয়ারা জরিপ কার্যক্রম:-

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। এ দেশে প্রতিনিয়ত নদী ভাঙ্গনের ফলে বিস্তীর্ণ এলাকা নদী বা সাগর গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। আবার কোথাও কোথাও নতুন চর জেগে ওঠে। এসব নদী ভাঙ্গন এলাকা জরিপ করার জন্য ১৯৬৩ সনে একটি স্থায়ী দিয়ারা সেটেলমেন্ট অফিস স্থাপন করা হয়। দরিয়া শব্দটি হতে দিয়ারা শব্দটি উৎপত্তি হয়েছে।

মহানগর জরিপ:-

সি এস, এস এ এবং আর এস এই তিন প্রকার জরিপ ছাড়াও ঢাকা মহানগরী এলাকাভুক্ত মৌজাসমুহে অতি সম্প্রতি একটি বিশেষ জরিপের মাধ্যমে মৌজা নক্সা ও স্বত্বলিপি প্রস্তত হয়েছে। ইহা মহানগরী জরিপ নামে পরিচিত। এই জরিপটিও একটি সংশোধনী জরিপ । তবে অধিক্ষেত্রভুক্ত সকল মৌজায় ক্যাডাষ্ট্রাল জরিপের মাধ্যমে বিভিন্ন স্কেলে নতুন মৌজা ম্যাপ প্রস্তত করা হয়েছে বিধায় একে ক্যাডাষ্ট্রাল জরিপও বলা যায়। মহানগরী জরিপ শুধু ঢাকা মহানগর এলাকায় পরিচালিত হয়েছে।

জোনাল জরিপ:-

১৯৮৪ সালে জোনাল জরিপ প্রবর্তন করা হয়। প্রত্যেক জেলায় এর একটি স্থায়ী কাঠামো রয়েছে। বর্তমানে ১৯টি জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস আছে।

পার্বত্য জেলাসমূহের জরিপ:-

১৯৮৪ সালে একটি অধ্যাদেশ জারী করে এ অঞ্চলে জরিপ কাজ হাতে নেয়া হয় । কিন্ত উপজাতীয় অসন্তোষের কারণে সরকার জরিপ কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়। তাই উক্ত এলাকায় জরিপ কাজ বাস্তবায়ন হয়নি।